স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত
## হ্যানিম্যান হল
মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান
হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।
হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।
**হ্যানিম্যান হল,** খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

## বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
**পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ**
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা বৈশাখ বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 17th April, 1963 { ৪৭শ সংখ্যা


সকল ঘরের তরে...
## দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

## রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

## খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
নিপুণতা আবার।
প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।
বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত. পোঃ. রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা বৈশাখ বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

## বর্ষ বিদায় ও বর্ষ সম্বর্দ্ধনা

—•—

সন ১৩৬৯ সাল তাহার কার্য্যকাল শেষ করিয়া সন ১৩৭০ সালকে সমস্ত দুনিয়ার না হউক যেখানে যেখানে সন ও সাল প্রচলিত আছে ১লা বৈশাখ হইতে যেখানে বর্ষারম্ভ হয় সেই সেই স্থানের ভার দিয়া ৩৬৫ দিন আয়ুষ্মান ভোগ করিয়া মহাকালের সহিত মিলিত হইল। ১৩৬৯ যে সুখ সম্পদ দিয়া গেলেন তাহা মানবের দশা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নসীব মত বিলি বণ্টন হইয়া গিয়াছে।

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য চীনের ভারত আক্রমণ, স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণের ব্যবসার ক্ষতি ও শিল্পীগণ বেকার হওয়ায় তাঁহাদের পরিবারবর্গের নিদারুণ অন্নকষ্ট। ইতিমধ্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বহু শিল্পী আত্মহত্যা করিয়া কষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। নিত্য ব্যবহার্য্য কেরোসিন তৈলের দর প্রায় দেড়গুণ হইয়াছে। চাউলের দর ৩১৲/৩২ টাকা মণ হইয়াছে। মোট কথা গৃহস্থের আবশ্যকীয় সব জিনিসের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

চীন পুনরায় ভারত আক্রমণের জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে।

নূতন বর্ষ ১৩৭০ মাত্র পদার্পণ করিয়াছেন। বর্ষাগমনের পূর্ব্বেই নূতন পঞ্জিকা নাম লইয়া ১লা বৈশাখের বহু পূর্ব্বে পঞ্জিকা ছাপা হইয়া থাকে পঞ্জিকা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে জানিবার জন্য উৎসুক হয়—এবার রাজা মন্ত্রী কে কে হলো? শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাপূজা কবে ইত্যাদি। এবার এক প্রকারের পঞ্জিকায় লেখা আছে রবি রাজা, বুধ মন্ত্রী।

রাজ্যের মূল মন্ত্র "সত্যমেব জয়তে" যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। বাবা নব বর্ষ! ১৩৭০! তোমারও মিয়াদ ৩৬৫ দিন। যেন একটা নাম রেখে যেতে পার। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে এই বৎসরটার নাম রেখে যাও। "সত্যমেব জয়তে" বজায় থাক। আমরা না খেয়ে মরি, তামাসা দেখে মরবো।

## এক নিশ্বাসে
## সন ১৩৭০ সালের নূতন পঞ্জিকা
## বর্ষ-ফল-গান

( বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের—সুরে )

এক নিশ্বাসে বলবো, শোন নূতন পাঁজি,
নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি।
বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ গেলে, আষাঢ় দিবে দেখা,
শ্রাবণের পর ভাদ্র পরে আশ্বিন আছে লেখা।
কার্ত্তিক মাস গেলে হবে অগ্রহায়ণ পৌষ,
মাঘ, ফাল্গুন অন্তে চৈত্র গণনায় নাই দোষ।
রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বেস্পতি, শুক্র, শনি,
পর পর ঠিক আসবে এবার দেখা গেল গণি।
প্রতিপদের পর দ্বিতীয়া, নয়কো ত্রয়োদশী,
পর্য্যায়ক্রমে আসবে তিথি, গণলাম বসি বসি।
"বার্থ রেজিষ্টার, ডেথ রেজিষ্টার" সরকারের ঘরে,
দেখলে পরেই জানবে সবে কত জন্মে মরে।
আয়, ব্যয় ও স্থিতির হিসাব দেবেন 'এসেসর',
আয় চেয়ে ব্যয় বেশী হ'লে সেই হবে ফেরার।
খাবার জিনিস জুটবে না যার, রবে অনাহারে,
থাকতে খাবার দেয় না খেতে রাগে আর ডাক্তারে।
লটারীতে টাকা পেলে হঠাৎ কাঙাল—ধনী,
ব্যক্তিগত বর্ষফল ক্রমে দিচ্ছি গণি।
পাঁজি ভেদে দেখতে পাবে রাজা-মন্ত্রী ভেদ,
মোর গণনা শুনলে ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ধনীর রাজা—"টাকার গরম", মন্ত্রী বহু তার,
দীনের রাজা—নাই, নাই, নাই", মন্ত্রী
"হাহাকার"!
যাদের ঘরে প্রবেশ নিষেধ, সঙীন ঘাড়ে রক্ষী,
তাদের ঘরেই ঠেলে ঠুলে ঢুকবে গিয়ে লক্ষ্মী।
দ্বার খোলা যার সকল সময়, ভক্তি ক'রে ডাকে—
তাদের ডাকে মা কমলা পিছন ফিরে থাকে।
এই প্রমাণে, মনে মনে গণিলাম এই টুক—
সুখীর ঘরে সুখ যাবে আর দুখীর ঘরে দুখ!
যাদের আয়ু ফুরিয়ে এলো এবার মরবে তারা,
পরমায়ু থাকতে এবার কেউ যাবে না মারা।
মেয়ের বিয়ে যত হবে, ছেলের বিয়ে তত!
'ডাইভোর্স' আর 'তালাক' হবে, লোকের রুচিমত।
কত লোকের গিন্নি যাবে শাঁখা সিন্দুর নিয়ে,
পাকা ঘুঁটি কাঁচবে অনেক ক'রে নূতন বিয়ে!
কত মেয়ের হাতের নোয়া শাঁখা যাবে খসি,
বাঁচবে য'দিন ইচ্ছা হয় তো করবে একাদশী।
কত লোকের বাপ মরিবে কত লোকের ছেলে,
ক'দিন কেঁদে ঠাণ্ডা হবে পেটে অন্ন গেলে।
বহু ছেলে পাশ হবে আর বহু ছেলে ফেল,
পদের তরে পরের পদে দিতেই হবে তেল!
কেউ বা হবে বরখাস্ত, কেউ হবে বাহাল,
কেউ কাঁদিবে কেউ হাসিবে, দুনিয়ার যা হাল।
কেউ কিনিবে নূতন বিষয়, কেউ করিবে বিক্রী,
কতক মামলা ডিস্‌মিস্ হবে কতক হবে ডিক্রী।
আদালতে হাজির হবে বাদী বিবাদীতে,
দু'এর উকীল ভরসা দিবে—মামলা যাবে জিতে।
হাকিম চাবেন 'ফাইল ক্লিয়ার' আমলা চাবেন 'এথি'
একের যাতে লভ্য, তাতে অন্য জনের ক্ষেতি।
মাল কিনে রেখেছে যারা, বল্‌বে বাজার চড়ুক—
নিজের ভাল সবাই চাবে, অন্যে মরে মরুক!
একের ভাল করতে গেলে, অন্যে যাচ্ছে মারা,
এক্ষেত্রে যে বিপদগ্রস্ত ভগবান বেচারা!
সেই কারণে ভেবে চিন্তে সামঞ্জস্য ক'রে,
দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিবেন, সুখে দুখে গড়ে।
দিবানিশি ভাবেন যারা, তারা হবে রোগা,
থাকবে সুখে, বলবে যারা, "যো হোগা সো হোগা"
রাজা হবার জন্য সবার আশা চিরকাল,
ফলে কিন্তু 'যে পান্নালাল, সেই পান্নালাল।"
নেহাৎ যাহার উন্নতিটা করবে ভগবান—
কচু আছে, ঘেঁচু হবে, বড় বাড়ো তো মান।

## পর্ব্বদিন

পয়লা বোশেখ **নূতন খাতা**—মনে রেখ দাদা,
জমা কিছু না দাও যদি চলবে জোর তাগাদা।
২৮শে মে মঙ্গলবার বাংলা ১৩ই জ্যৈষ্ঠ—
মনে রেখো জামাই সকল সেদিন **জামাই ষষ্ঠী**

সতরই জ্যৈষ্ঠ তারিখে **দশহরা** যোগে
এক ডুবেতে খালাস পাপী লক্ষ পাপের ভোগে।
তেইশে জ্যৈষ্ঠ **স্নানযাত্রা** নাইবে জগন্নাথ—
টঙ্কা তরে পাণ্ডা করে উৎকলে উৎপাত।
সাতই আষাঢ় **অম্বুবাচী** বাঁধা পাঁজির মতে,
৮ই আষাঢ় রবিবার জগন্নাথ উঠিবেন **রথে**।
১৬ই আষাঢ় **পুনর্যাত্রা** উল্‌টো রথে টান—
২৬শে আষাঢ় **মা-মনসা** ধুনোর গন্ধ চান।
১৪ই শ্রাবণ কৃষ্ণ ঠাকুর উঠিবেন **ঝুলনে**—
রাধারাণী টানবে যারে যাবে বৃন্দাবনে।
২৬শে শ্রাবণ এবার **জন্মাষ্টমী** হবে,
প্রেমানন্দে ভক্তগণ মাতিবে উৎসবে।
পনরই আগষ্টে মোদের **স্বাধীনতা** দিন—
এই তারিখে অধীন ভারত হয়েছে স্বাধীন।
৬ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার আসবে **মহামায়া**
এই তারিখে কেঁপে উঠে অর্থহীনের কায়া।
আসিবেন আনন্দময়ী শুনি সবার মুখে,
কাঙাল জানে যে আনন্দ তার হৃদয়ে ঢুকে।
যে আনন্দ দেন গৃহিণী ফর্দ্দ করে লম্বা—
কর্ত্তা জানেন, গিন্নী জানেন, জানেন জগদম্বা।
মুখেতে আনন্দ নাই, আনন্দ নাই পেটে—
আনন্দ কি এমনি আসে "পেনীলেস" পকেটে!
১৪ই কার্ত্তিক এবার আসিবেন মা **লক্ষ্মী**—
লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে দেখা দেন না প্যাঁচা পক্ষী।
২৮শে কার্ত্তিক শুক্রবারে আসিবেন **কালিকা**
নিয়ে তুবড়ী পটকা লাগায় খটকা বালক ও বালিকা।
এদিন "ইমার্জেন্সী ওয়ার্ড" খোলা সারা রাত
কেউ বাঁচিবে বরাত গুণে কেউ বা কুপোকাৎ।
১লা অগ্রহায়ণ ভাইকে **ফোঁটা** দিবে ভগ্নিগণ
৮ই অগ্রহায়ণ জগদ্ধাত্রী দিবেন দরশন।
ত্রিশে কার্ত্তিক ভক্তি ভরে কার্ত্তিকে পূজিয়া,
অপুত্রক পুত্র পায় অদৃষ্ট বুঝিয়া।
১৩ই অগ্রহায়ণ রাস করবে রাসবিহারী—
নেতাজীর জন্মদিন তেইশে জানুয়ারী।
৫ই ফাল্গুন **শ্রীপঞ্চমী** আসবে বীণাপাণি,
২৮শে ফাল্গুনে **শিবরাত্রি** রেখো সবে জানি।
১৪ই চৈত্র কৃষ্ণ উঠবে এবার দোলে,
ত্রিশে চৈত্র **চড়ক** পূজা বুঝবে ঢাকের বোলে।

## ইস্লামীয় পর্ব্ব

২১শে বৈশাখ ইদুজ্জোহা রাখ মনে মনে—
ঠিক কি বেঠিক বুঝবে সবে চন্দ্র দরশনে।
১৯শে জ্যৈষ্ঠ **মহরম** জানো সবে খাঁটি—
মাশিয়া গাহিতে হবে, হবে মজ্লিস মাটি।
৩২শে আষাঢ় আখেরীচাহার শুম্বা ইয়াদ রাখুন সবে,
১৭ই শ্রাবণ শনিবার ফতেহাদোয়াজদাঁহাম্ হবে।
২রা ফাল্গুন ইদলফেতর পঞ্জিকাতে লেখা—
**ঈদ** মোবারক হবে সেদিন চাঁদ যদি যায় দেখা।

## খ্রীষ্টান পর্ব্ব

নয়ই পৌষ এ বৎসর হবে **খ্রীষ্টমাস**
খ্রীষ্টে স্মরি হৃষ্টমনে করিছু প্রকাশ।
নিউ ইয়ার্স ডে ষোলই পৌষ পয়লা জানুয়ারী
নড়চড় হবে না কভু বাজী ধরতে পারি।
এবারে ১৩ই চৈত্র **গুড্‌ফ্রাইডে** হবে,
৪ দিনের ছুটি পেয়ে আনন্দ করিবে।

---

## মোটর বাস দুর্ঘটনা

### যাত্রী আহত ও বাস ক্ষতিগ্রস্ত

গত ২৯শে চৈত্র শুক্রবার সকালে রঘুনাথগঞ্জ থানার প্রসাদপুর গ্রামের নিকটে জাতীয় মহাসড়কের উপর রঘুনাথগঞ্জ হইতে মোড়গ্রাম ষ্টেশনগামী যাত্রী বোঝাই 'গণেশ' নামক মোটর বাসকে সম্মুখ দিক হইতে একখানি কয়লা বোঝাই ট্রাক অতর্কিতভাবে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। ধাক্কার চোটে বাসখানি পাশের নালায় পড়িয়া উল্‌টাইয়া যায়। গাড়ীর সমস্ত যাত্রী, চালক ও কণ্ডাক্টর আহত হয়। ঘটনাস্থলে অনেক লোক জমায়েত হয়। আহতদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। রঘুনাথগঞ্জের শ্রীশক্তিপদ দে'র মুখমণ্ডলে আঘাত বেশী লাগায় তাহাকে বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বাসখানি একেবারে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বাস-মালিক শ্রীফণিভূষণ সিংহ মহাশয় বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

---

## বাস্তুভূমির খাজনা রেহাই সম্পর্কে রাজস্বমন্ত্রীর বিবৃতি

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

বাস্তুভূমির খাজনা রেহাই দিবার প্রশ্নটি সরকার যত্নসহকারে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে আগামী বাংলা ১৩৭০ সাল হইতে মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাহিরে এক-তৃতীয়াংশ একর পর্যন্ত বাস্তুভূমির খাজনা রেহাই দেওয়া হইবে। সেচ এলাকার অন্তর্ভুক্ত তিন একর পর্যন্ত জমির মালিক এবং সেচ এলাকার বাহিরের পাঁচ একর পর্যন্ত জমির মালিক এই সুযোগ সুবিধা লাভ করিবেন। মোট পাঁচ একর পর্যন্ত জমির মালিকের যদি তিন একরের কম সেচযুক্ত জমি থাকে, তাহা হইলে তিনিও এই সুবিধা ভোগ করিবেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে কয়েক লক্ষ ভূমিহীন কৃষক এবং দরিদ্র ভাগচাষী সহ লক্ষ লক্ষ সাধারণ গ্রামীণ পরিবার তাঁহাদের বাস্ত জমির খাজনা প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন। সরকার সাধারণ মানুষের কর ভার হ্রাস করার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং গ্রামের কৃষক সমাজকে বিবিধ সুযোগ সুবিধা দিবার যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

---


## বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা দক্ষিণগ্রাম পল্লী উন্নয়ন সমিতি পল্লী-পাঠাগার, পোঃ দক্ষিণগ্রাম-সাবিত্রী, জেলা মুর্শিদাবাদ এর সম্পাদক মাসিক ৭৫৲ (নির্দ্দিষ্ট) বেতনে একজন গ্রন্থাগারিক ও মাসিক ৪০৲ (নির্দ্দিষ্ট) বেতনে একজন সাইকেল পিওন এর জন্য নির্দ্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করিতেছেন। ২৭।৪।৬৩ পর্য্যন্ত দরখাস্ত লওয়া হইবে। গ্রন্থাগারিকের ন্যূনতম যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেট অথবা সমতুল্য, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির দাবী অগ্রগণ্য। সাইকেল পিওনের যোগ্যতা ভাল লিখিতে পড়িতে জানা ও সাইকেল চালাইতে পটুতা। দরখাস্ত করিবার ফরমের নমুনা স্বয়ং আসিলে কিংবা ডাকটিকিট সহ আবেদন করিলে পাঠাগারের অফিস হইতে পাওয়া যাইবে।


---

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

# আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

৮৯-৩

## সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নুতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

**সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়**

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

# আর্ট ইউনিয়ন

| সিটি সেলস অফিস | সেলস অফিস ও শোরুম |
|---|---|
| ৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ | ৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ |
| টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি: | ফোন: ৫৫-৪৩৬৬ |

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

## ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

## মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—



আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট:—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

**ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের**

## চ্যবনপ্রাশ

নিয়মিত সেবনে শ্বাস, কাশ ও হাঁপানি রোগ চিরতরে নিরাময় হয়।

প্রাপ্তিস্থান—
কবিরাজ শ্রীরোহিনীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ